খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের পাথরের মূর্তিসমুহ

প্রত্নবস্তুর নাম	প্রাপ্তি স্থান	সময়কাল	**একশেসন নাম্বার**	বিবরণ
গৌরীপটসহ শিবলিঙ্গা	মহাস্থানগড় জাদুঘর,বগুড়া।	আনুমানিক ১১ শতক	কে.এম-৬৭	শিবের জননেন্দ্রিয় যা শক্তি ও সৃষ্টিকে বোঝায়। হরপ্পাসহ ভারতীয় সাংস্কৃতিতে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্নস্থল খননের মাধ্যমে পোড়ামাটির লিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়। লিঙ্গ পূজার সবচেয়ে পুরাতন নিদর্শনটি ভিটা নামের প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত হয় যার সময়কাল আনুমানিক খৃ. পূ. শতক । এটি ছিল মুখলিঙ্গ। ফলে অনুমান করা যায় যে বহু পূর্ব থেকে লিঙ্গ পূজা প্রচালিত ছিল। বাংলাদেশের যশোর জেলার ভরত ভায়না ঢিবিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ছোট আকৃতির পোড়ামাটির শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়। ফলে এদেশে আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের প্রথম দিকে শিবলিঙ্গ পূজার প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। আকৃতির উপর নির্ভর করে। বহনযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে শিব লিঙ্গকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় যথা: চল লিঙ্গ (বহনযোগ্য) এবং অচল লিঙ্গ (বহনের অযোগ্য)। উপাদান-কালোপাথর পরিমাপ : ৩০×৬১×৬৪ সে.মি. প্রাপ্তি স্থান : মহাস্থানগড় জাদুঘর,বগুড়া।
নহর খাজঁ	বাগেরহাট	আনুমানিক খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক		কালোপাথরে পানি নিষ্কাশনের জন্য তৈরি নহর খাঁজ পরিমাপ : প্রাপ্তি স্থান : বাগেরহাট
গৌরীপটসহ শিবলিঙ্গা	প্রাপ্তি সূত্র-RAB-6 3no-company	খ্রিষ্টিয় আনুমানিক ১১-১২ শতক	কে.এম-৭৪৪	উপাদান-কালোপাথর পরিমাপ : উচ্চতা : ৮৩ সে.মি ডায়া :১৮৩.৫ সে.মি

খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের পাথরের মূর্তিসমুহ

				প্রাপ্তি স্থান : প্রাপ্তি সূত্র-RAB-6 3no-company
বিষ্ণু মূর্তি	প্রাপ্তি সূত্র-আঞ্চলিক পরিচালক দপ্তর,খুলনা ।	খ্রিষ্টিয় আনুমানিক ১০-১১ শতক	কে.এম-৫১	বিষ্ণু পৃথিবী রক্ষার দেবতা অর্থাৎ সংরক্ষণের দেবতা। মুসলিম পর্ব যুগে বৈষ্ণববাদ বরেন্দ্র অঞ্চলে একটি জনপ্রিয় শাস্ত্রাচার ছিল। বগুড়া জেলার নরহাট্টায় প্রাপ্ত বিষ্ণু (গুপ্তযুগের প্রথমদিক) এযাবৎ বাংলাদেশে পাওয়া প্রাচীন নিদর্শন যা বরেন্দ্র রির্সাচ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। তবে বাংলাদেশে চার হাতবিশিষ্ট, সমপদ স্থানক বিষ্ণুই বেশি পাওয়া যায়। বিষ্ণুর সাধারণ বৈশিষ্ট্য এক মুখ এবং চার হাত থাকবে। হাতে ধরা আয়ুধ ঘড়ির কাটা অনুযায়ী উপরের ডান হাতে গদা, উপরের বাম হাতে চক্র, নিচের বাম হাতে শঙ্খ এবং নিচের ডান হাতে পদ্ম । কৃষাণ পরবর্তী গুপ্ত এবং গুপ্ত পরবর্তী বিষ্ণুর চার হাত নিচের দিকে ঝুলানো। এ ধরণটি বাংলাদেশেও প্রচলিত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির রচিত বৃহৎ সংহিতার বর্ণনানুযায়ী তার গলায় থাকবে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তভমণি। বিষ্ণুর দুই সহচরী ডানে চামরধারিণী/ লক্ষী এবং বামে বীণাধারিণী পুস্তি বা সরস্বতী থাকবে। ব্যতিক্রম হিসেবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আয়ুধ পুরুষ ও আয়ুধ দেবী উপস্থিত থাকে এবং আয়ুধ নারী ও আয়ুধ দেবীর মাথার উপর বিষ্ণুর নিচের দুটি হাত ন্যস্ত থাকে। আয়ুধ এর উপর নির্ভর করে বিষ্ণুর নামও ভিন্ন হয়ে থাকে। বিষ্ণুর বহুল প্রচলিত সজ্জার মধ্যে কিরীট মুকুট, হার (kundalus, keyuras,valayas, katijalas, mekhala), কাঁধ বরাবর পৈতে এবং হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঝুলন্ত বনমালা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উত্তরীয় তাঁর উর্ধাবাস এবং ধুতি নিম্নবাস। মাথার পেছনে বক্র শিরাচক্র থাকে যাকে প্রভাবলী বা জ্যোর্তিরবলয় বলা হয়। বিষ্ণুর মাথার উপরে পাথরপট্টের কীর্তিমুখ বা অমলকা (Amalaka figure) থাকে। এর সামান্য নীচে থাকে ফুলের মালা ধরে থাকা উড়ন্ত বিদ্যাধর। পাথরপট্টের দুই পার্শ্বের সাজ -সজ্জায় বিভিন্ন প্রাণী, ফুল ও লাতা পাতার নকশা থাকে। আয়ুধ ধরার প্রকার ভেদ অনুযায়ী বিষ্ণুর নামের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এরুপে ৪৫ ধরনের বিষ্ণু দেখা যায়। যেমন- বিষ্ণুর উপরের ডান হাতে গদা, উপরের বাম হাতে চক্র, নিচের ডান হাতে পদ্ম এবং বাম হাতে শঙ্খ থাকলে তাকে মাধব বিষ্ণু নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে মাধব বিষ্ণুর আধিক্য বেশি দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষ্ণুর মাথার প্রভাবলী বলয়ের দু'পাশে বিষ্ণুর দশ

খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের পাথরের মূর্তিসমুহ

				আবতারকে রূপায়িত করা হয়। বিষ্ণুর পাদপিঠে পাখির পাখাবিশিষ্ট প্রাণী গরুড়কে বিষ্ণুর বাহন অঞ্জলী বা নমস্কার মুদ্রায় হাটু ভাঙ্গা মুদ্রায় (kneeling) দেখা যায়। গরুড়কে কখনো পাদপিঠের মাঝখানে, কখনো প্রান্তসীমার ডানে আবার কখনো বামে দেখা যায়। আবার কখনো গরুড়ের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় বিষ্ণুকে দেখা যায়। বিষ্ণুর পাদপিঠে নৈবদ্যসহ পূজারী ফুলকারি নকশা থাকতে দেখা যায়। উপাদান-কালোপাথর পরিমাপ : ৩৬ "× ১৪.৫" **প্রাপ্তি স্থান :** প্রাপ্তি সূত্র-আঞ্চলিক পরিচালক দপ্তর,খুলনা।
বিষ্ণু মূর্তি	পাহাড়পুর জাদুঘর,নওগাঁ।	খ্রিষ্টিয় আনুমানিক ১২ শতক	কে.এম-৫	দ্বিপত্র পদ্ম ফুলের উপরে দন্দায়মান, চার হাত বিশিষ্ট বিষ্ণুকে একটি পাথর পট্টের এক পাশে নত উন্নত বিন্যাসে বিধৃত করা হয়েছে। তাঁর উপরের ডান হাতে গদা, উপরের বাম হাতে চক্র, নিচের বাম হাতে শঙ্খ এবং নিচের ডান ডান হাতে রয়েছে পদ্ম, বিষ্ণুর বনমালা হাটুর নিচ পর্যন্ত ঝুলানো । মুখটি চারকোণাকৃতির চোখ দুটি অর্ধ নিমিলিত,নাকটি থ্যাবরানো,ঠোট জুগলে স্মিত হাস্য বজায় রয়েছে । তাঁর মাথায় শোভা পাচ্ছে কিরিট মুকুট । তিনি কন্ঠ হার পরিহিত । বাহুতে রয়েছে বাজুবন্ধ,কবজিতে রয়েছে কোটি বন্ধ। বিষ্ণুর ডান পাশে চামর ধারিনী লক্ষী । তিনি কোটি হস্ত মুদ্রায় দন্ডায়মান। বামে বীনা হাতে স্বরসতী । পাথর পট্টির উপরিভাগ কৌনিক । দুই পাশে উড়ন্ত বিদ্যাধরী ।উপরে কীর্তিমুখ, বিদ্যাধরীর দুইপাশে পূজারী । বিষ্ণুর উপরের দুই হাত বরাবর শার্দুল,গন্ধর্ব্য-গন্ধার্বী । পদপীঠে ফুলের স্ক্রল এবং পুজারী রয়েছে। উপাদান-কালোপাথর পরিমাপ : ৩১"×১৫" **প্রাপ্তি স্থান :** পাহাড়পুর জাদুঘর,নওগাঁ।

খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের পাথরের মূর্তিসমুহ

বিষ্ণু মূর্তি উপাদান-কালোপাথর	প্রাপ্তি সূত্র-প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর,ঢাকা।	খ্রিষ্টিয় আনুমানিক ১২ শতক	কে.এম-৪০	দ্বিপত্র পদ্ম ফুলের উপরে চারহাত বিশিষ্ট দন্ডায়মান। তাঁর উপরের ডান হাতে গদা, উপরের বাম হাত ভাঙা এবং নিচের ডান হাতে রয়েছে পদ্ম, বনমালা হাটুর নিচ পর্যন্ত ঝুলানো । মুখটি চারকোণাকৃতির । চোখ দুটি অর্ধ নিমিলিত, নাকটি থ্যাবরানো, ঠোট জুগলে স্মিত হাস্য বজায় রয়েছে । তাঁর মাথায় শোভা পাচ্ছে কিরিট মুকুট । মুকুটের শীর্ষভাগ ভাঙা । তিনি কন্ঠ হাড় পরিহিত। বাহুতে বাজুবন্ধ, কবজিতে কোটি বন্ধ। তায় গলায়ার পৌতে শোভা পাচ্ছে। ডান পাশে চামর ধারিনী লক্ষী । তিনি কোটি হস্ত মুদ্রায় দন্ডায়মান। বামে বীনা হাতে স্বরসতী । পাথর পট্টির উপরিভাগ কৌনিক। দুই পাশে উড়ন্ত বিদ্যাধরী । উপরে কীর্তিমুখ, বিদ্যাধরীর দুইপাশে দুই জন পূজারী । মূর্তির পাদ পিঠে ফুলের স্ক্রল, পুজারী এবং বিষ্ণুর বাহন গরুড় রয়েছে। উপাদান-কালোপাথর পরিমাপ : ৩৪”x১৫” **প্রাপ্তি স্থান :** প্রাপ্তি সূত্র-প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর,ঢাকা।
বিষ্ণু মূর্তি	পাহাড়পুর জাদুঘর,নওগা।	খ্রিষ্টিয় আনুমানিক ১২ শতক	কে.এম-১০	দ্বিপত্র পদ্ম ফুলের উপরে দন্দায়মান, চার হাত বিশিষ্ট বিষ্ণু। তার উপরের ডান হাতে গদা, উপরের বাম হাতে চক্র, নিচের বাম হাতে শঙ্খ এবং নিচের ডান ডান হাতে রয়েছে পদ্ম, বনমালা হাটুর নিচ পর্যন্ত ঝুলানো । বিষ্ণুর মুখটি লম্বাটে । চোখ দুটি অর্ধ নিমিলিত, নাকটি থ্যাবরোনো, ঠোট জুগলে স্মিত হাস্য বজায় রয়েছে । তাঁর মাথায় শোভা পাচ্ছে কিরিট মুকুট । তিনি কন্ঠ হার পরিহিত । বাহুতে বাজুবন্ধ,কবজিতে কোটি বন্ধ ।ডান পাশে চামর ধারিনী লক্ষী । তিনি কোটি হস্ত মুদ্রায় দন্ডায়মান। বামে বীনা হাতে স্বরসতী । পাথর পট্টির উপরিভাগ কৌনিক । দুই পাশে উড়ন্ত বিদ্যাধরী । পাথর পট্টের কৌনিক অংশের নিচে কৌতিমুখ এবং বিদ্যাধরীর দুইপাশে পূজারী বিধৃত করা আছে। তাঁর উপরের দুই হাত বরাবর শার্দুল,গন্ধর্ব্য-গন্ধার্বী রয়েছে । পাদপীঠে রয়েছে বিষ্ণুর বাহন গরুড় ও পুজারী। উপাদান-কালোপাথর পরিমাপ : ২’-৭”x১’-৩” **প্রাপ্তি স্থান :** পাহাড়পুর জাদুঘর,নওগা।

খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের পাথরের মূর্তিসমুহ

সূর্য মূর্তি	মহাস্থান জাদুঘর,বগুড়া।	আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ১০-১১ শতক	কে.এম-১৮	বুট জুতো পরিহিত,দুই হাত বিশিষ্ট সূর্য, ঘোড়ায় টানা সাতরথ পাথর পট্টের উপরে দন্ডায়মান।দুই হাতে পদ্ম ধরা,তার পায়ের কাছে পিঙ্গল ও দন্ডী বিধৃত করা আছে। দুই পাশে রয়েছে স্ত্রী ছায়া ও নিক্ষুভ্য । দুই পাশে দুজন তীর ধনুক হাতে যোদ্ধা, রথ চালক অরুন ছিল কিন্তু ভাঙ্গা । মাথার মুকুট ভাঙ্গা । মুখটি লম্বাটে , নাক ও চোখ ক্ষতি গ্রস্থ । চোখ মুদে আছেন । কপালে উর্ণা রয়েছে। গলায় কন্ঠ-হার, পৈতেও আছে। কোমরে কোমর বন্ধ। ধুতি পরিহিত, বাম হাতটি ভাঙ্গা । কালোপাথরে তৈরি সূর্য মূর্তি পরিমাপ : ৩’-৪”×১’-৭” **প্রাপ্তি স্থান :** মহাস্থান জাদুঘর,বগুড়া।
গনেশ	পাহাড়পুর জাদুঘর, নওগা ।	আনুমানিক খ্রি: দশম দশক	কে.এম-৮	স্থুলাকার উদর বিশিষ্ঠ চার হাত বিশিষ্ট ,গনেশ একটি কুলঙ্গির ভেতর দাড়িয়ে আছেন। চার হাত বিশিষ্ঠ , উপরে বাম হাতে গদা ,নিচের বাম হাত ভাঙ্গা থাকায় এর আয়ুধ বিলুপ্ত , ডান হাতের নিচে যপমালা তিনি জটন , মুকুট পরিহিত। মুখের অংশ ভাঙ্গা। পাদপীঠের দুই পাশে পূজারী ও বাহন ইঁদুর শোভাপাচ্ছে। গনেশ, কালোপাথর পরিমাপ : ২’-১০”×১’-৬” **প্রাপ্তি স্থান :** পাহাড়পুর জাদুঘর, নওগা ।
গরুড়	পাহাড়পুর জাদুঘর, নওগাঁ	আনুমানিক ১১ শতক	কে.এম-৭	বিষ্ণুর বাহন, এটি একটি শংকর প্রানী, কালোপাথর। পরিমাপ : ১৬”×১৭” **প্রাপ্তি স্থান :** পাহাড়পুর জাদুঘর, নওগাঁ

খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের পাথরের মূর্তিসমুহ

নন্দী	পাহাড়পুর জাদুঘর, নওগাঁ	আনুমানিক খ্রি: দশম শতক	কে.এম-৬৩	শিবের বাহন নন্দী বা বৃষভ। একটি আয়াতার পেডিস্টালের উপরে আসীন। মুখমন্ডলে ফিতার মত টোনা বাঁধা এবং গলায় বুটিদার ঘণ্টা বাঁধা। মূর্তিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এর সময়কাল উনিশ শতাব্দীতে ন্যস্ত করা যায়। উপাদান-বেলেপাথর। পরিমাপ : ১৮”×১২” প্রাপ্তি স্থান : পাহাড়পুর জাদুঘর, নওগাঁ
বিষ্ণু	পাহাড়পুর জাদুঘর, নওগাঁ	আনুমানিক খ্রি: ১১ শতক	কে.এম-৯	দ্বিপত্র পদ্ম ফুলের উপরে দন্দায়মান, চার হাত বিশিষ্ট বিষ্ণু। তার উপরের ডান হাতে গদা, উপরের বাম হাতে চক্র, নিচের বাম হাতে শঙ্খ এবং নিচের ডান ডান হাতে রয়েছে পদ্ম, বিষ্ণুর বনমালা হাটুর নিচ পর্যন্ত ঝুলানো। মুখটি লম্বাটে অকৃতির। চোখ দুটি অর্ধ নিমিলিত। ঠোট জুগলে স্মিত হাস্য বজায় রয়েছে। তাঁর মাথায়
বিষ্ণু	পাহাড়পুর জাদুঘর, নওগাঁ	১০-১১ শতক	কে.এম-২	দ্বিপত্র পদ্ম ফুলের উপরে দন্দায়মান চার হাত বিশিষ্ট বিষ্ণু। তাঁর উপরের ডান হাতে গদা, উপরের বাম হাতে চক্র, নিচের বাম হাতে শঙ্খ এবং নিচের ডান ডান হাতে রয়েছে পদ্ম,বনমালা হাটুর নিচ পর্যন্ত ঝুলানো। মুখটি ডিম্বাকার অকৃতি।চোখ দুটি অর্ধ নিমিলিত,বাম হাতের আঙুল ভাঙা। ঠোট জুগলে স্মিত হাস্য বজায় রয়েছে। তার মাথায় শোভা পাচ্ছে কিরিট মুকুট। তিনি কণ্ঠ হাড় পরিহিত।বাহুতে বাজুবন্ধ,কবজিতে কোটি বন্ধ।ডান পাশে চামর ধারিনী লক্ষী। তিনি কোটি হস্ত মুদ্রায় দন্ডায়মান। বামে বীনা হাতে স্বরসতী। পাথর পট্টির উপরিভাগ কৌনিক। দুই পাশে উড়ন্ত বিদ্যাধরী।উপরে কীর্তিমুখ,বিদ্যাধরীর দুইপাশে পূজারী। তার উপরের দুই হাত বরাবর শার্দুল,গন্ধর্ব্য-গন্ধার্বী। নিচে ফুলের স্ক্রল এবং পুজারী। উপাদান-কালোপাথর পরিমাপ : ৪’-০”×২’-০” প্রাপ্তি স্থান : পাহাড়পুর জাদুঘর, নওগাঁ

খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের পাথরের মূর্তিসমুহ

দশভুজা মহিষাসুর মর্দিনী	খুলনা আর্ট কলেজ। সৌজন্যে-জেলা প্রসাশক খুলনা ।	আনুমানিক খ্রি: ১১-১২ শতক	কে.এম-৭২৬	দেবীর একটি সংহারী রূপ। দেবতা কুলে ত্রাস সৃষ্টিকারী মহিষাসুর নামে এক ভয়ানক অসুরকে দমন করার জন্য দেবী এ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি দুর্গা নামেও পরিচিত। উপাদান-কালোপাথর পরিমাপ : ৩৪.৫×১৮.৫৭ সে.মি. **প্রাপ্তি স্থান :** খুলনা আর্ট কলেজ। সৌজন্যে-জেলা প্রসাশক খুলনা ।
মনসা	প্রাপ্তি সূত্র-আঞ্চলিক পরিচালক দপ্তর,খুলনা ।	সন পাওয়া যায় নি	কে.এম-৬০	মনসা, কালোপাথরে পরিমাপ : ১৯×১০ সে.মি. **প্রাপ্তি স্থান :**
সূর্য মূর্তির অংশ (পিঙ্গাল) বেলেপাথর	নন্দীগ্রাম, বগুড়া	আনুমানিক খ্রি: ৬ষ্ঠ-৭ম শতক	কে.এম-৬৬	পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে হিন্দু মূর্তিতত্ত্বের উদ্ভব। বৈদিক সাহিত্য অনুযায়ী সূর্য অদিতির পুত্র। মহাভারত মহাকাব্য পর্বের শেষ দিকে সর্বরোগ নিরাময়ক হিসেবে সূর্য দেবের আবির্ভাব ঘটে। খ্রি. ছয় শতকে বরাহ মিহিবের বৃহৎসহিতায় প্রতিমা লক্ষণ অধ্যায়ে তাঁর রূপের বর্ণনা উল্লেখ আছে। সূর্যের থাকবে স্বাস্থ্যবান ঘোড়ায় টানা এক চাকাওয়ালা গাড়ি। সে অনুযায়ী তিনটি বা চারটি সাতটি ঘোড়ায় টানা চাকার উপর দুহাত বিশিষ্ট সূর্য সমপদ ভঙ্গিতে দন্ডায়মান থাকবেন। তাঁর দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো এবং সনাল পদ্ম ধরা থাকবে। পায়ে বুটজুতা এবং গায়ে রাজকীয় পোষাক পরিধান করা ছাড়াও মাথার পেছনে থাকবে জ্যোর্তিময় বলয়। গুপ্ত পূর্ববর্তী নিদর্শনে তাঁর পরিধেয় বস্ত্র কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালীর উপর পর্যন্ত ঝুলে থাকতে দেখা যায়। গুপ্ত যুগে তার কোমরে বেল্টসহ তরবারী সংযোজিত করা হয় এবং তাঁর উর্ধ্ব ব্বস স্বচ্ছ কাপড়ের আচ্ছাদনে আবৃত দেখা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে ঘোড়া টানা গাড়িতে ঘোড়ার সংখ্যা পাঁচ, সাত পর্যন্ত যুক্ত করা হয়। মূর্তির পাদপটের মাঝখানে একটি চক্র থাকে এবং চক্রের দুপাশে ঘোড়াগুলো বিধৃত করে ঘোড়া টানা রথ বোঝানো হয়। সূর্যের ডানপাশে থাকে ছায়া বা নিক্ষুভা নামের নারীমূর্তি। নিক্ষুভা বা ছায়ার পাশে থাকে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে শুশ্রুষামন্ডিত পিঙ্গাল। পিঙ্গালের থাকে স্ফীতোদর পিঙ্গালের

খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের পাথরের মূর্তিসমুহ

				এক হাতে ধরা থাকে কালী ও কলম এবং অন্য হাত অভয় মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে। কখনো কখনো এদর পাশে চার হাত বিশিষ্ট শিকার করা ভঙ্গিতে নারী সহচরের উপস্থিতি দেখা যায়। সূর্যের বাম পাশে থাকে সংজ্ঞাদেবী তাঁর পাশে থাকে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দন্ডায়মান দন্ডী। দন্ডীর হাতে থাকে একটি বর্শা এবং অন্য হাত অভয় মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে। তাঁর সূর্যের মত বুট জুতা পরা থাকে। গুপ্ত যুগের পূর্বে পিঙ্গালের মুখে দাড়ি ছিল না। পরবর্তীতে পিঙ্গালকে শ্মশ্রুষামন্ডিত করে বিধৃত করা হয় এবং সূর্যেরসহ মূর্তি হিসাবে যুক্ত করা হয় উষা ও প্রত্যুষা নামে দুই উপদেবী। উষাকে সূর্যের সামনে বিধৃত করা হয়। কারণ তিনি সূর্য পত্নি হিসাবে পরিচিত। রথচক্রের উপরে রথচালক হিসাবে অরুণের আবক্ষমূর্তি থাকে তিনি রথের লাগাম ধরে থাকেন। পাল আমলের সূর্য মূর্তির মাথার উপরে ছত্রী থাকে। চক্রের দুপাশে গদাধর ও গদাধরী থাকে এবং পট্টঠেসে আরো অন্য গ্রহ বা মূর্তি বিধৃত করা থাকে। বাংলাদেশে এযাবৎ এ রকম কোন সূর্য মূর্তি আবিস্কৃত হয় নি। সেন আমলের শেষ দিকে বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন সূর্যের উপাসক ছিলেন, বর্তমানে সূর্যের পূঁজা অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। সুতরাং বাংলাদেশে পাওয়া সকল সূর্য মূর্তি গুপ্ত পরবর্তী যুগের। উপাদান- বেলেপাথর পরিমাপ : ৩৮”×২৪” **প্রাপ্তি স্থান :** নন্দীগ্রাম, বগুড়া
চর্তুমুখ শিবলিঙ্গ	সুন্দরঘোনা, বাগেরহাট ।	আনুমানিক খ্রি: ১২-১৩ শতক	কে.এম-৬৮	চর্তুমুখ শিবলিঙ্গা, কালোপাথর। পরিমাপ : ৩২×১৩ সে.মি. **প্রাপ্তি স্থান :** সুন্দরঘোনা, বাগেরহাট ।

খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের পাথরের মূর্তিসমুহ

প্রটোবাংলা উৎকীর্ণলিপি	বাগেরহাট ।	আনুমানিক খ্রি: ৯বম-১০ম শতক	কে.এম-৯০	বাংলা লিপির প্ররম্ভিক উৎকীর্নলিপি, কালোপাথর পরিমাপ : ৭০×২২ সে.মি. প্রাপ্তি স্থান : বাগেরহাট ।
সূর্য	পাহাড়পুর, নওগাঁ	আনুমানিক ১১-১২ শতক	কে.এম-৪	বুট জুতো পরিহিত,দুই হাত বিশিষ্ট সূর্য, সাত ঘোড়ায় টানা রথে দন্ডায়মান। দুই হাতে পদ্মা ধরা, তাঁর পায়ের কাছে পিঙ্গল ও দন্ডী বিধৃত করা আছে । সূর্যের দুপাশে স্ত্রী ছায়া ও নিক্ষুভ্য, পাশে দুজনে তীর ধনুক হাতে যোদ্ধা রয়েছে। রথ চালক অরুন
উমা মহেশ্বর (গৌরী)	পাহাড়পুর, নওগাঁ	আনুমানিক ১১-১২ শতক	কে.এম-১১	উমা মহেশ্বর এর যুগল মূর্তি। উভয়ের মাথা ভাঙ্গা এবং অস্পষ্ট । একটি কালো পাথর পট্টের একদিকে নতোন্নতি বিন্যাসে বিধৃত করা আছে। মহেশ্বরের (শিব) মুখটি উমার দিকে ঘোরানো। মহেশ্বর গলায় দু'স্তর বিশিষ্ট কণ্ঠহার আছে। । উমার গলায় এক প্রস্থ কণ্ঠহার শোভাপাচ্ছে। উমার সুডৌল স্তনযুগল বন্ধনী দ্বারা আবৃত।
বিষ্ণু	পাহাড়পুর, নওগাঁ	আনুমানিক ১২ শতক	কে.এম-১৪	উন্নত পাথর পট্টির একপাশে বিধৃত করা হয়েছে বিষ্ণু। দ্বিপত্র পদ্ম ফুলের উপরে দন্দায়মান,চার হাত বিশিষ্ট।তার উপরের ডান হাতে গদা,উপরের বাম হাতে চক্র,,নিচের বাম হাতে শঙ্খ এবং নিচের ডান ডান হাতে রয়েছে পদ্ম,বনমালা হাটুর নিচ পর্যন্ত ঝুলানো । মুখটি লম্বাটে অকৃতি।চোখ দুটি অর্ধ নিমিলিত, ঠোঁট জুগলে
বিষ্ণু	পাহাড়পুর, নওগাঁ	আনুমানিক ১১-১২ শতক	কে.এম-১৫	উন্নত পাথর পট্টির একপাশে বিধৃত করা হয়েছে বিষ্ণু। দ্বিপত্র পদ্ম ফুলের উপরে দন্দায়মান,চার হাত বিশিষ্ট।তার উপরের ডান হাতে গদা,উপরের বাম হাতে চক্র,,নিচের বাম হাতে শঙ্খ এবং নিচের ডান ডান হাতে রয়েছে পদ্ম,বনমালা হাটুর নিচ পর্যন্ত ঝুলানো । মুখটি লম্বাটে অকৃতি।চোখ দুটি অর্ধ নিমিলিত, ঠোঁট জুগলে স্মিত হাস্য বজায় রয়েছে । তার মাথায় শোভা পাচ্ছে কিরিট মুকুট, ডান হাতের কবজি থেকে ভাঙা। তিনি কন্ঠ হাড় পরিহিত ।বাহুতে বাজুবন্ধ,কবজিতে কোটি বন্ধ ।ডান পাশে চামর ধারিনী লক্ষী । তিনি কোটি হস্ত মুদ্রায় দন্ডায়মান। বামে বীনা হাতে স্বরসতী । পাথর পট্টির উপরিভাগ কৌনিক । দুই পাশে উড়ন্ত বিদ্যাধরী ।উপরে কীর্তিমুখ,বিদ্যাধরীর দুইপাশে পূজারী । তার উপরের দুই হাত বরাবর শার্দুল,গন্ধর্ব্য-গন্ধার্বী । নিচে ফুলের স্ক্রল এবং পুজারী । উপাদান-কালোপাথর পরিমাপ : ২৮”×১২.৫”

খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের পাথরের মূর্তিসমুহ

				প্রাপ্তি স্থান : পাহাড়পুর, নওগাঁ
কালি ও মহাদেব মূর্তি	নওয়াপাড়া,যশোর	আনুমানিক ১১-১২ শতক	কে.এম-৭৪০	
বিষ্ণু	বগুড়া	আনুমানিক ১১-১২ শতক	কে.এম-৪৬	উন্নত পাথর পট্টির একপাশে বিধৃত করা হয়েছে বিষ্ণু। দ্বিপত্র পদ্ম ফুলের উপরে দন্দায়মান,চার হাত বিশিষ্ট।তার উপরের ডান হাতে গদা,উপরের বাম হাতে চক্র,,নিচের বাম হাতে শঙ্খ এবং নিচের ডান ডান হাতে রয়েছে পদ্ম,বনমালা হাটুর নিচ পর্যন্ত ঝুলানো । মুখটি লম্বাটে অকৃতি।চোখ দুটি অর্ধ নিমিলিত, ঠোট জুগলে স্মিত হাস্য বজায় রয়েছে । তার মাথায় শোভা পাচ্ছে কিরিট মুকুট । তিনি কন্ঠ হাড় পরিহিত ।বাহুতে বাজুবন্ধ,কবজিতে কোটি বন্ধ ।ডান পাশে চামর ধারিনী লক্ষী । তিনি কোটি হস্ত মুদ্রায় দন্ডায়মান। বামে বীনা হাতে স্বরসতী । পাথর পট্টির উপরিভাগ কৌনিক । দুই পাশে উড়ন্ত বিদ্যাধরী ।উপরে কীর্তিমুখ,বিদ্যাধরীর দুইপাশে পূজারী । তার উপরের দুই হাত বরাবর শার্দুল,গন্ধর্ব্য-গন্ধার্বী । নিচে ফুলের স্ক্রল এবং পুজারী । উপাদান-কালোপাথর পরিমাপ : ১০২×৫১ সে.মি. প্রাপ্তি স্থান : বগুড়া
গৌরীপট্ট	পাহাড়পুর, নওগাঁ	আনুমানিক ৯ শতক	কে.এম-৭৯	গৌড়ীপট্ট,কালোপাথর পরিমাপ : ৯২×৬৭ সে.মি. প্রাপ্তি স্থান : পাহাড়পুর, নওগাঁ

খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের পাথরের মূর্তিসমুহ

বিষ্ণু	মহাস্থান,বগুড়া	আনুমানিক খ্রি: ১১-১২ শতক	কে.এম-২২	উন্নত পাথর পট্টির একপাশে বিধৃত করা হয়েছে বিষ্ণু। দ্বিপত্র পদ্ম ফুলের উপরে দন্দায়মান,চার হাত বিশিষ্ট।তার উপরের ডান হাতে গদা, গদার উপরের অংশ ভাঙা,উপরের বাম হাতে চক্র,,নিচের বাম হাতে শব্খ এবং নিচের ডান ডান হাতে রয়েছে পদ্ম,বনমালা হাটুর নিচ পর্যন্ত ঝুলানো । মুখটি লম্বাটে অকৃতি।চোখ দুটি অর্ধ নিমিলিত, ঠোট জুগলে স্মিত হাস্য বজায় রয়েছে । তার মাথায় শোভা পাচ্ছে কিরিট মুকুট, মুকুটের উপরের ভাগ ভাঙা । তিনি কন্ঠ হাড় পরিহিত ।বাহুতে বাজুবন্ধ,কবজিতে কোটি বন্ধ ।ডান পাশে চামর ধারিনী লক্ষী । তিনি কোটি হস্ত মুদ্রায় দন্ডায়মান। বামে বীনা হাতে স্বরসতী । পাথর পট্টির উপরিভাগ কৌনিক । দুই পাশে উড়ন্ত বিদ্যাধরী ।উপরে কীর্তিমুখ,বিদ্যাধরীর দুইপাশে পূজারী । তার উপরের দুই হাত বরাবর শার্দুল,গন্ধর্ব্য-গন্ধার্বী । নিচে ফুলের স্ক্রল এবং পুজারী । উপাদান-কালোপাথর পরিমাপ : ৪৩”×২০.৫” প্রাপ্তি স্থান : মহাস্থান,বগুড়া
শিবলিঙ্গ	বাগেরহাট ।	খ্রি.১১-১২ শতক	কে.এম-৬৯	শিবের জননেন্দ্রিয় যা শক্তি ও সৃষ্টিকে বোঝায়। হরপ্পাসহ ভারতীয় সাংস্কৃতিতে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্নস্থল খননের মাধ্যমে পোড়ামাটির লিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়। লিঙ্গ পূজার সবচেয়ে পুরাতন নিদর্শনটি ভিটা নামের প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত হয় যার সময়কাল আনুমানিক খ্. প্. শতক এটি ছিল মুখলিঙ্গ । ফলে অনুমান করা যায় যে বহু পূর্ব
নন্দী	গাবতলী, বগুড়া	আনুমানিক খ্রি. ৯ম শতক	কে.এম-১৯	শিবের বাহন নন্দী বা বৃষভ। একটি আয়াতার পেডিস্টালের উপরে উপবিষ্ট।
নবগ্রহ প্যানেলের অংশ বিশেষ	মহাস্থানগড়, বগুড়া	আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১০ম শতক	কে.এম-৬৪	হিন্দু ও জৈন ধর্ম দুটির শাস্ত্রাচারে গ্রহ দেবতামন্ডলী বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। মন্দির সজ্জার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। ‘গ্রহ’ দেবতামন্ডলীর মধ্যে রয়েছেন (১) সূর্য/ রবি (২) সোম/ চন্দ্র (৩) মঙ্গল (৪) বুধ (৫) বৃহস্পতি (৬) শুক্র (৭) শনি (৮) রাহু (৯) কেতু। উপরোক্ত নয়জন গ্রহ দেবতামন্ডলী নিয়ে যখন আলাদা একটি শিল্পভূমিতে পাশাপাশি বিধৃত করা হয় তখন একত্রে একে নবগ্রহ বলা হয়। এই নবগ্রহ শিল্পভূমি কোন মন্দিরের প্রবেশ পথের পাশে প্রতিস্থাপন করা হয়। সেক্ষেত্রে এর নাম হয় নবগ্রহ শিল্পভূমি বা নবগ্রহ প্যানেল। নবগ্রহ শিল্পভূমিতে সূর্যের অবস্থান থাকে সর্ব প্রথমে। বুটজুতা পরে সনাল পদ্মা ধরা অবস্থায় স্থানক ঠামে আসীন হন তিনি। বাহন কুকুর?। চন্দ্র বা সোমের স্থান দ্বিতীয়। সংস্কৃত সূত্র মতে সোম সাগর ও অত্রির বংশজাত। মহাভারতের বর্ণনামতে দুধসাগর মন্থনকালে হাজার ছটা ছড়িয়ে সাগর থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন তিনি। সোমের তিনটি রূপের কথা জানা যায়। প্রথম রূপে তিনি এক মাথা ও চার হাত বিশিষ্ট। বাহন খরগোশ। মাথার পেছনে থাকবে বাঁকা চাঁদ, দ্বিতীয় রূপে তিনি স্বাভাবিক পুরুষের মত এক মাথা দু’হাত বিশিষ্ট। রথের উপর বা সিংহাসনে বিধৃত থাকেন। যে কোন

খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের পাথরের মূর্তিসমুহ

গৌরিপট্টসহ শিব লিঙ্গা	সাতক্ষীরা (বিজ্ঞ চীপ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের	সন অজানা	FH-84	শিবের জননেন্দ্রিয় যা শক্তি ও সৃষ্টিকে বোঝায়। হরপ্পাসহ ভারতীয় সাংস্কৃতিতে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্নস্থল খননের মাধ্যমে পোড়ামাটির লিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়। লিঙ্গ পূজার সবচেয়ে পুরাতন নিদর্শনটি ভিটা নামের প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত হয় যার সময়কাল আনুমানিক খৃ. পূ. শতক । এটি ছিল মুখলিঙ্গ। ফলে অনুমান করা যায় যে বহু পূর্ব
বিষ্ণু	মহাস্থানগড়, বগুড়া	আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১১-১২ শতক	কে.এম-২৮	উন্নত পাথর পট্টির একপাশে বিধৃত করা হয়েছে বিষ্ণু। পাথর পট্টির বাম অংশ অনেকটা নাই।শরীর এর বাকি অংশ অক্ষত। দ্বিপত্র পদ্ম ফুলের উপরে দন্দায়মান,চার হাত বিশিষ্ট।তার উপরের ডান হাতে গদা, গদার উপরের অংশ ভাঙা, উপরের বাম হাতে চক্র,,নিচের বাম হাতে শব্দ এবং নিচের ডান ডান হাতে রয়েছে পদ্ম,বনমালা হাটুর নিচ পর্যন্ত ঝুলানো । মুখটি লম্বাটে অকৃতি।চোখ দুটি অর্ধ নিমিলিত, ঠোট জুগলে স্মিত হাস্য বজায় রয়েছে । তার মাথায় শোভা পাচ্ছে কিরিট মুকুট । তিনি কন্ঠ হাড় পরিহিত ।বাহুতে বাজুবন্ধ,কবজিতে কোটি বন্ধ ।ডান পাশে চামর ধারিনী লক্ষী । তিনি কোটি হস্ত মুদ্রায় দন্ডায়মান। বামে বীনা হাতে স্বরসতী । পাথর পট্টির উপরিভাগ কৌনিক । দুই পাশে উড়ন্ত বিদ্যাধরী ।উপরে কীর্তিমুখ,বিদ্যাধরীর দুইপাশে পূজারী । তার উপরের দুই হাত বরাবর শার্দুল,গন্ধর্ব্য-গন্ধার্বী । নিচে ফুলের স্ক্রল এবং পুজারী । উন্নত পাথর পট্টির একপাশে বিধৃত করা হয়েছে বিষ্ণু। মুখের চেহারা পুরোটাই ভাঙা । দ্বিপত্র পদ্ম ফুলের উপরে দন্দায়মান,চার হাত বিশিষ্ট।তার উপরের ডান হাতে গদা, গদার উপরের অংশ ভাঙা, উপরের বাম হাতে চক্র,,নিচের বাম হাতে শব্দ এবং নিচের ডান ডান হাতে রয়েছে পদ্ম,বনমালা হাটুর নিচ পর্যন্ত ঝুলানো । তিনি কন্ঠ হাড় পরিহিত ।বাহুতে বাজুবন্ধ,কবজিতে কোটি বন্ধ ।ডান পাশে চামর ধারিনী লক্ষী । তিনি কোটি হস্ত মুদ্রায় দন্ডায়মান। বামে বীনা হাতে স্বরসতী । পাথর পট্টির উপরিভাগ কৌনিক । দুই পাশে উড়ন্ত বিদ্যাধরী ।উপরে কীর্তিমুখ,বিদ্যাধরীর দুইপাশে পূজারী । তার উপরের দুই হাত বরাবর শার্দুল,গন্ধর্ব্য-গন্ধার্বী । নিচে ফুলের স্ক্রল এবং পুজারী । উপাদান-কালোপাথর পরিমাপ : ৩১”×১৫” প্রাপ্তি স্থান : মহাস্থানগড়, বগুড়া

খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের পাথরের মূর্তিসমুহ

বিষ্ণু	মহাস্থানগড়, বগুড়া	আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১১-১২ শতক	কে.এম-২৩	উন্নত পাথর পট্টির একপাশে বিধৃত করা হয়েছে বিষ্ণু। পাথর পট্টির বাম অংশ অনেকটা নাই।শরীর এর বাকি অংশ অক্ষত। দ্বিপত্র পদ্ম ফুলের উপরে দন্দায়মান,চার হাত বিশিষ্ট।তার উপরের ডান হাতে গদা, গদার উপরের অংশ ভাঙা, উপরের বাম হাতে চক্র,,নিচের বাম হাতে শঙ্খ এবং নিচের ডান ডান হাতে রয়েছে পদ্ম,বনমালা হাটুর নিচ পর্যন্ত ঝুলানো । মুখটি লম্বাটে অকৃতি।চোখ দুটি অর্ধ নিমিলিত, ঠোট জুগলে স্মিত হাস্য বজায় রয়েছে । তার মাথায় শোভা পাচ্ছে কিরিট মুকুট । তিনি কন্ঠ হাড় পরিহিত ।বাহুতে বাজুবন্ধ,কবজিতে কোটি বন্ধ ।ডান পাশে চামর ধারিনী লক্ষী । তিনি কোটি হস্ত মুদ্রায় দন্ডায়মান। বামে বীনা হাতে স্বরসতী । পাথর পট্টির উপরিভাগ কৌনিক । দুই পাশে উড়ন্ত বিদ্যাধরী ।উপরে কীর্তিমুখ,বিদ্যাধরীর দুইপাশে পূজারী । তার উপরের দুই হাত বরাবর শার্দুল,গন্ধর্ব্য-গন্ধার্বী । নিচে ফুলের স্ক্রল এবং পুজারী । উপাদান-কালোপাথর **প্রাপ্তি স্থান :** মহাস্থানগড়, বগুড়া
বিষ্ণু	কামালপাড়া বদল গাছি, নওগাঁ ।	আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১১-১২ শতক	কে.এম-২৪	উন্নত পাথর পট্টির একপাশে বিধৃত করা হয়েছে বিষ্ণু। পাথর পট্টির বাম অংশ অনেকটা নাই।শরীর এর বাকি অংশ অক্ষত। দ্বিপত্র পদ্ম ফুলের উপরে দন্দায়মান,চার হাত বিশিষ্ট। তার উপরের ডান হাতে গদা, গদার উপরের অংশ ভাঙা, উপরের বাম হাতে চক্র,,নিচের বাম হাত ভাঙা এবং নিচের ডান ডান হাতে
সদ্যোজাত	শেরপুর,বগুড়া	সন অজানা	কে.এম-২০	পূর্বে এ মূর্তিকে ‘সদ্যজাত’ বলে আখ্যায়িত করা হতো। সম্প্রতি বগুড়ায় পাওয়া এই নিদর্শণে এই মূর্তির নাম ‘গৌরীশিলা’ উৎকীর্ণ আছে এরপর থেকে একে ‘গৌরীশিলাসরী’ আখ্যায়িত করা শুরু হয়েছে। এই দেবী মূর্তিটি দূর্গারই একটি রূপ। শিবের সাথে বিবাহের পর পার্বতীর নাম হয় গৌরী। আলেকজান্ডার কানিংহাম এ শ্রেণীর মূর্তিগুলোকে বৈষ্ণবতাত্ত্বিক হিসাবে গণ্য করেছেন। এ ক্ষেত্রে দেবী দু’হাত বিশিষ্ট স্বাভাবিক নারী, শায়িতঠাম বজায় রাখেন। এক হাতে পদ্ম ধরা থাকে এবং অন্য হাত দিয়ে মাথার ভার বহন করেন। তাঁর পায়ের কাছে একজন নারী পরিচারিকা পায়ের শুশ্রুষায় নিয়োজিত থাকে। দেবীর বুকের কাছে থাকে একটি নবজাতক পাথর পট্টের উপরের প্রান্তে বিধৃত থাকে শিবলিঙ্গ, গণেশ, কার্তিক এবং নয়জন গ্রহদেবতা, শায়িত দেবীর পাথর পট্টের দুই প্রান্তসীমায় অর্থাৎ দেবীর পায়ের

খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের পাথরের মূর্তিসমুহ

				দিকে এবং মাথার দিকে একজন করে পরিচারিকা পাখা হাতে দ্বিভঙ্গ ভঙ্গিতে দন্ডায়মান থাকে। উপাদান-কালোপাথর পরিমাপ : ২৮”×১৩” প্রাপ্তি স্থান : শেরপুর,বগুড়া
নন্দী	প্রাপ্তি সূত্র-প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর,ঢাকা	আনুমানিক খ্রি. ১০ম শতক	কে.এম-৩৮	শিবের বাহন নন্দী বা বৃষভ। একটি আয়াতার পেডিস্টালের উপরে আসীন। মুখমন্ডলে ফিতার মত টোনা বাঁধা এবং গলায় বুটিদার ঘণ্টা বাঁধা।
গৌরীপট্টসহ শিব লিঙ্গ	যুগ্ম কমিশনার, কাস্টমস ও ভ্যাট	খ্রিষ্টীয় ১৮০০-১৯০০ শতাব্দী	কে.এম-৮০	মার্বেলপাথরের তৈরি গৌরীপট্টসহ শিব লিঙ্গ
সূর্য মূর্তি	পাঁচবিবি, জয়পুরহাট	আনুমানিক খ্রিস্টায় ৬ষ্ট-৭ম শতক	কে.এম-২৭	বুট জুতো পরিহিত,দুই হাত বিশিষ্ট্ সূর্য,সাত রথ ঘোড়ায় টানা পাথর পট্টের উপরে দন্ডায়মান।দুই হাতে পদ্ম ধরা,তার পায়ের কাছে পিঙ্গাল ও দন্দী বিধৃত করা আছে। দুই স্ত্রী ছায়া ও নিক্ষভ্য দুই পাশে দুজনে তীর ধনুক হাতে যুদ্ধরত, রথ চালক ওরন
বিষ্ণু	শিয়ালী, মহাদেবপুর, নওগাঁ। প্রাপ্তি সূত্র-মহাস্থান	আনুমানিক খ্রিস্টায় ১১-১২ শতক	কে.এম-১৭	উন্নত পাথর পট্টির একপাশে বিধৃত করা হয়েছে বিষ্ণু। দ্বিপত্র পদ্ম ফুলের উপরে দন্দায়মান,চার হাত বিশিষ্ট।তার উপরের ডান হাতে গদা,উপরের বাম হাতে চক্র,,নিচের বাম হাতে শব্খ এবং নিচের ডান ডান হাতে রয়েছে পদ্ম,বনমালা হাটুর নিচ পর্যন্ত ঝুলানো। মুখটি লম্বাটে অকৃতি। চোখ,নাক,থুতনি মুখের সাথে মিশে
গৌরীপট্ট	ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।	আনুমানিক খ্রিস্টায় ১ম শতক	কে.এম-৭৮	
শিবলিঙ্গ	পাহাড়পুর, নওগাঁ।	আনুমানিক খ্রিস্টায় নবম-দশম শতক	কে.এম-৭৬	শিবের জননেন্দ্রিয় যা শক্তি ও সৃষ্টিকে বোঝায়। হরপ্পাসহ ভারতীয় সাংস্কৃতিতে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্নস্থল খননের মাধ্যমে পোড়ামাটির লিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়। লিঙ্গ পূজার সবচেয়ে পুরাতন নিদর্শনটি ভিটা নামের প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত হয় যার সময়কাল আনুমানিক খৃ. পূ. শতক। এটি ছিল মুখলিঙ্গ। ফলে অনুমান করা যায় যে বহু পূর্ব
আরবি শিলালিপি ও পাথর খচিত মূর্তি			এফ.এইচ-৫৫	এক পাশে আরবি শিলা লিপি অপর সাইডে পাথর খচিত মূর্তি
প্রজ্ঞাপারমিতা	বগুড়া	আনুমানিক খ্রিস্টায় ১০ শতক	কে.এম-৬৫	প্রজ্ঞাপারমিতা, কালোপাথর